অ্যাম্বাসেডর হওয়ার নেপথ্য নায়কেরা

সত্যি কথা বলতে কি, ‘ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরকার’ আমার অবস্থা ঠিক সেরকমই। একজন যোগ্য অ্যাম্বাসেডর হওয়ার মতো যতটা যোগ্যতা দরকার তার কিছুই ছিলনা আমার। এখনও নেই। ফলাফলের আশা না করে শুধু নিজের অবস্থান থেকে কাজ করে যাচ্ছি এবং করে যাব। এক সময় কম্পিউটারের ‘ক’ ও জানতাম না। নাই কোনো কম্পিউটার, প্রোজেক্টর, মডেম এবং নিজ ইমেইল। কন্টেন্ট তৈরি, শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ, MIE, ব্লগ, অ্যাম্বাসেডর, ইত্যাদি সম্পর্কে মোটেই ধারনাই ছিলনা। অন্যান্য শিক্ষকেরা এগুলো করতেন ,দেখতাম শুনতাম। তখন বড় আক্ষেপ হতো। মনে মনে ভাবতাম, যদি আমি এইসব কাজ জানতাম তবে আমিও হয়ত একদিন সেইসব শিক্ষকদের পিছনে থেকে সুন্দর সুন্দর, শিশুসুলভ সৃজনশীল কাজ উপহার দিতে পারতাম।

একদিন ছাতক ইউ,আর,সি তে ইনহাউজ কর্মশালায় যথারীতি উপস্থিত হয়ে দেখলাম সুনামগঞ্জের তারকা অ্যাম্বাসেডর। একদিনের পরিচয়, কথাবার্তা এবং সামান্য প্রশিক্ষণে আমার আত্ববিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল। এর পর থেকে প্রতি শুক্রবার ছাতকের ইউ আর সি, গোবিন্দগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, মল্লিকপুর সপ্রাবি, জনতা উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জের সিচনি সপ্রাবি, সুনামগঞ্জ সদরের শহরবালিকা সপ্রাবি, ছাতক ইউনিয়ন এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে যখনই ইনহাউজ প্রশিক্ষণ হয়েছে তখনই আমি অংশগ্রহণ করে কিছু না কিছু শিখেছি। আমার প্রতি অ্যাম্বাসেডরবৃন্দের সহযোগিতা আর সাহস যোগানোর মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে একটু একটু করে তৈরি করতে লাগলাম। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময় ব্যতিত দিন রাত কটোর পরিশ্রম করেছি। সরকারের দেওয়া আইসিটি অনুদানের অপেক্ষা না করে আমার নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ইন্টারনেট খরচ এবং আনুসাংগিক খরচ করেছি। এসব কাজ করতে গিয়ে আমি আমার পরিবারকে কম সময় দিয়েছি। আমার স্ত্রী আমাকে সাহায্য করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন। উনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। চোখে ঘুম নিয়েও কাজ করেছি। এমনও দিন গেছে আমি যখন একা থাকতাম তখন ল্যাপটপে কাজ করতে করতে কখন যে ফজরের আযান হয়ে গেছে তা টের পাইনি। শুধু একটাই লক্ষ্য আমার কাজটা যেন অধিকতর ভালো মানের হয় এবং কাজ করে যাতে তৃপ্তি পাওয়া যায়।

এই সমস্থ কাজ করার জন্য যারা আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন অথবা একটি শব্দও যার কাছে শিখেছি তাদের কৃতজ্ঞতা না জানালে আমার সমস্থ শিক্ষা ও সম্মান পাওয়া সব বৃথা হয়ে যাবে। যারা আমাকে সম্মানের পদে এগিয়ে দিয়ে নান্দনিক কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন তারাই তো আমার এম্বাসেডর হওয়ার মূল নায়ক, মূল কারিগর। আমার এ সম্মান উৎসর্গ করতে চাই সেই সমস্থ সম্মানিত অ্যাম্বাসেডরদের নিকট। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাদের জানাই রজনীগন্ধার শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

আমার অ্যাম্বাসেডর হওয়ার নেপথ্যে যাদের অবদান সর্বাগ্রে এবং যারা আসলেই সম্মান পাওয়ার যোগ্য তাদের নাম অবশ্যই স্মরণীয়। সর্বপ্রথমে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সরকারের এটুআই কর্তৃপক্ষকে। যারা এরকম একটি প্লাটফর্ম তৈরি না করলে আমরা কখনই সম্মানিত হতাম না এবং কাজ করার উৎসাহ পেতাম না। আন্তরিক ধন্যবাদ এটুআই এর সর্বজন শ্রদ্ধেয় সম্মানিত কর্মকর্তা জনাব অভিজিত সাহা স্যারকে। স্মরণ করতে চাই ছাতকের উপজেলা প্রশাসনের সম্মানিত অভিভাবক আইসিটিপ্রেমিক যোগ্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ গোলাম কবির স্যারকে, তারপর স্মরণ করতে চাই এমন একজন মানুষকে যার সুপারিশ না পেলে আমি অ্যাম্বাসেডর পদে আবেদনের সুযোগই পেতাম না। তিনি হচ্ছেন প্রাজ্ঞ, সৎ, আদর্শবান ব্যক্তি ছাতকের যোগ্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব মানিক চন্দ্র দাশ। স্মরণ করতে চাই যার নেতৃত্বে ছাতকের ইনহাউজ প্রশিক্ষণ সহ সকল সৃজনশীল কাজ সম্পন্ন হয় সদালাপী, মিষ্ঠভাষী আইসিটিপ্রেমিক মানুষ ছাতক উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের সম্মানিত ইন্সট্রাক্টর জনাব মোঃ মোস্তফা আহসান হাবীব স্যারকে।

এবারে স্মরণীয় আমাদের সুনামগঞ্জ জেলা অ্যাম্বাসেডর পরিবারে সর্বজন শ্রদ্ধেয় বহুগুণে গুণান্বিত, বার বার নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কন্টেন্ট নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব, আইসিটি আইকন, সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার রাণীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ স্যার, ছাতকের জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের চমৎকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, সেরা নেতৃত্ব, দক্ষ অ্যাম্বাসেডর প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ কবিরুল হক স্যার। ছাতক ইউনিয়নের এসইএসডিপি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত অ্যাম্বাসেডর প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন স্যার, আরও একজন আন্তরিক, সাদা মনের শিক্ষক হলেন ছাতক সরকারি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহঃ শিক্ষক জনাব অজয় কৃষ্ণ পাল। স্মরণ করতে চাই দক্ষিন সুনামগঞ্জের আমরিয়া দাখিল মাদ্রাসার পরিশ্রমী টকবকে তরুণ শিক্ষক, আইসিটি আইকন অ্যাম্বাসেডর, শ্রেষ্ঠ কন্টেন্ট নির্মাতা যার হাত ধরে আমার অ্যাম্বাসেডর পদে আবেদন করা। আপনার, আমার প্রিয় শিক্ষক জনাব মোঃ মিসবাহ উদ্দিন স্যার, স্মরণ করতে চাই যাকে আমি বার বার বিরক্ত করেছি, আমার বাসায় এনেছি, আমিও তার মুল্যবান সময় নষ্ট করেছি তার বিদ্যালয়ে গিয়ে, যখন তখন ফোন করেছি আমার কাজের জন্য। আন্তরিকভাবে ঠান্ডা মাথায় আমাকে সাহায্য করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন আইসিটি বিষয়ে তিনি হলেন ছাতকের মল্লিকপুর সপ্রাবি এর সহকারি শিক্ষক অ্যাম্বাসেডর জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন স্যার, আরও আছেন উপজেলার শ্রেষ্ঠ স্কাউট ও কন্টেন্ট নির্মাতা ছাতকের রামপুর সপ্রাবি এর শিক্ষক অ্যাম্বাসেডর জনাব আবু ছালেহ মোঃ নোমান স্যার, আমার সমস্যা বলা মাত্রই সমাধান করে দিতেন এমন একজন দক্ষ, প্রাণবন্ত অ্যাম্বাসেডর, আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী হলেন কাইতকোনা সপ্রাবি এর নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক জনাব মোঃ আল আমিন স্যার, আর একজন আন্তরিক সহায়ক শিক্ষক আমার এক সাথে পেশাগত জীবনে যাত্রা তার। একেবারে নিজের মতো করে আমি যে কোন সমস্যা শেয়ার করতাম এবং তিনিও নিজের মতো করে সাহায্য করতেন, বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন তিনি হলেন খাসগাও সপ্রাবি এর উদীয়মান শিক্ষক অ্যাম্বাসেডর জনাব মোঃ খালেদুর রহমান মানিক ভাই। হাওর পাড়ের সম্মেলনে সাক্ষাত হওয়া হবিগঞ্জের আরেক অমায়িক, কর্মঠ অ্যাম্বাসেডর জনাব মোঃ জাহেদুর রহিম লিটন স্যারকে স্মরণ করছি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে সুনামগঞ্জ সদরের মল্লিকপুর মডেল সপ্রাবি এর সম্মানিত অ্যাম্বাসেডর রোকসানা ইয়াসমিন ও শহরবালিকা সপ্রাবি এর সম্মানিত প্রধান শিক্ষক, লেখক অ্যাম্বাসেডর নাসরিন আক্তার খানম ম্যাডামদ্বয়কে। স্মরণ করতে চাই বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার

ভাটিপাড়া সপ্রাবি এর সহঃ শিক্ষক অ্যাম্বাসেডর লাকী বিশ্বাসকে। আরও স্মরণ করতে চাই দক্ষিণ সুনামগঞ্জের অমায়িক ব্যক্তিত্ব, সহায়ক শিক্ষক সদ্য নিযুক্ত হওয়া অ্যাম্বাসেডর জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন স্যারকে এবং সিচনি সপ্রাবি এর অতিথি পরায়ন, মিষ্টভাষী শিক্ষক সদ্য নিযুক্ত অ্যাম্বাসেডর জনাব বেনু রঞ্জন মুজুমদার স্যারকে। আমার ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার রাজিব রায়ের কাছে আমি ঋণী। কারন কাজ করতে গিয়ে উপস্থিত সময়ে আটকা পড়লেই সে আমাকে টেকনিক্যল সাপোর্ট দিয়ে সাহায্য করেছে। কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতির সুনামগঞ্জ শাখার কর্ণধার জনাব প্রণব দাস মিঠু এবং জনাব আনোয়ার হোসেন সোহাগ সহ সকল সদস্যগণকে। স্মরণ করতে চাই সারা বাংলাদেশের শিক্ষক বাতায়নের সদস্যদের যারা আমার কাজকে ভালোবেসে লাইক, যুক্তিপূর্ণ কমেন্ট এবং সর্বোত্তম রেটিং দিয়ে উৎসাহ দিয়েছেন।

সর্বশেষে আমার নিজ বিদ্যালয় কুমনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাজ্ঞ, সৎ ও আদর্শবান প্রধান শিক্ষক আসিকুর রহমান সহ সকল সম্মানিত শিক্ষিকাবৃন্দদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই। কারন তাদের দোয়া, আশীর্বাদ আর ভালবাসা ছাড়া আমার এ সম্মান পাওয়া সম্ভব নয়। সময়ের অভাবে সুনামগঞ্জ জেলার আরও অ্যাম্বাসেডরদের নাম উল্লেখ করতে পারি নাই বলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমি যাতে আরও ভালো ভালো কাজ করে নিজ উপজেলা ও জেলার সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারি তার জন্য দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে-

দুলাল হালদার

সদ্য নিযুক্ত জেলা অ্যাম্বাসেডর সুনামগঞ্জ।

সহকারী শিক্ষক

কুমনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ছাতক, সুনামগঞ্জ।

মোবাইলঃ ০১৭২৫৭২৫১০৭

Email: dhalder785@gmail.com